- হজ্জ -

وَ لِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلاً وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِىٌّ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ

আর এ ঘরের হজ্জ করা হলো মানুষের উপর আল্লাহ্‌র প্রাপ্য; যে লোকের সামর্থ্য রয়েছে এ পর্যন্ত পৌঁছার । আর যে লোক তা মানে না - আল্লাহ্‌ সারা বিশ্বের কোন কিছুরই পরোয়া করেন না । (৯৭,সূরা আল-ইমরান)

হজ্জ সম্পর্কীয় কিছু হাদিস ঃ

Narrated 'Aishah, ® the mother of the faithful believers: I said, " O Allah's Messenger! We consider Jihad as the best deed. Should we not participate in Jihad" The Prophet (S) said," The best Jihad (for women) is Hajj-Mabrur." - 1520/2-Sahih Al-Bukhari.

Narrated 'Abis bin Rabia: 'Umar ® came near the black stone and kissed it and said, " No doubt, I know that you are a stone and can neither harm ® (anyone) nor benefit anyone. Had I not seen Allah's Messenger (s) kissing you, I would not have kissed you." – 1596/2-Sahih Al-Bukhari.

Narrated 'Aishah ® : I was menstruating when I reached Makkah. So, I neither performed Tawaf of the Ka'bah, nor the Tawaf – [Say (going)] between As-Safa and Al-Marwa. Then I informed Allah's Messenger (s) about it. He replied, "Perform all the ceremonies of Hajj like the other pilgrims, but do not perform Tawaf of the Ka'bah till you get clean (from your menses)." - 1650/2-Sahih Al-Bukhari.

হযরত আব্দুল্লাহ্‌ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করিম (সাঃ) বলিয়াছেন, আল্লাহ্‌ তা'আলা বায়তুল্লাহ্‌ শরীফের উপর প্রত্যহ একশত বিশটি রহমত নাযিল করেন । তন্মধ্যে ষাটটি রহমত তাওয়াফকারীদের জন্য, চল্লিশটি নামায আদায়কারীদের জন্য এবং বিশটি বায়তুল্লাহ্‌ শরীফের দর্শনকারীদের জন্য । - হজ্জ ও মাসায়েল ।

হুযূর (সাঃ) এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি আমার যিয়ারত করিবে, সে কিয়ামতের দিন আমার আশেপাশে থাকিবে । - মেশকাত ।

হুযুর (সাঃ) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি আমার কবর যিয়ারত করিল, আমার উপর তাহার শাফায়াত ওয়াজিব হইয়া গেল ।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম (সাঃ) এরশাদ করিয়াছেন, আমার এই মসজিদে এক নামায মসজিদে হারাম ব্যতীত অপরাপর মসজিদের এক হাজার নামাজ অপেক্ষাও উত্তম । - বোখারী, মুসলিম ।

হযরত আনাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত, নবী করীম (সাঃ) এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি আমার মসজিদে পর্যায়ক্রমে ৪০ ওয়াক্ত নামায আদায় করিবে তাহাকে দোযখ হইতে মুক্তির ছাড়পত্র দেওয়া হইবে ।

হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌নে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্নিত রহিয়াছে যে, রাসুলুল্লাহ্‌ (সাঃ) এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি হজ্জ সমাপন করার ইচ্ছা রাখে, সে যেন উহা যথা-শীঘ্র আদায় করিয়া নেয় । - আবু দাউদ ।

কয়েকটি মাসআলা ঃ

মাসআলা : যদি কাহারো নিকট প্রয়োজনের অতিরিক্ত বাড়ী, জমি অথবা অন্যান্য মাল-সামান থাকে আর তিনি উহার আয়ের মুখাপেক্ষী না হন এবং উহা এত মূল্যমানের হয় যে, তাহা বিক্রয় করিয়া হজ্জ সমাপন করিতে পারেন তাহা হইলে হজ্জের জন্য ঐ সব বিক্রয় করিয়া দেওয়া ওয়াজিব । পৃ-৪২, হজ্জ ও মাসায়েল ।

মাসআলা : যদি কাহারো উপর হজ্জ ফরজ হইয়া যায়, এবং তিনি হজ্জ সমাপন না করেন, পরিশেষে নিঃস্ব হইয়া যান । এমতাবস্থায় এই ব্যক্তির যিম্মায় হজ্জ বাকী থাকিয়া যাইবে । পৃ-৪৪, হজ্জ ও মাসায়েল ।

মাসআলা : যদি স্ত্রীর উপর হজ্জ ফরজ হয় এবং সঙ্গে যাওয়ার মত মাহ্‌রামও বর্তমান থাকে, তাহা হইলে স্বামী তাহাকে ফরজ হজ্জ হইতে বিরত রাখিতে পারিবে না । পৃ-৪৮, হজ্জ ও মাসায়েল ।

মাসআলা : যে ব্যক্তির উপর হজ্জ ফরয হইয়াছে এবং আদায় করার জন্য পর্যাপ্ত সময়ও পাইয়াছেন, কিন্তু তবুও আদায় করেন নাই, তাহার উপর হজ্জ আদায় করাইবার জন্য ওসিয়ত করিয়া যাওয়া ওয়াজিব ।

হজ্জের ফরজ :

(১) ইহ্‌রাম বাঁধা - মিকাতে গিয়ে সেলাই বিহীন কাপড় পরা, নিয়ত করা, তালবিয়াহ্ পাঠ করা ।

(২) আরাফাতের ময়দানে অবস্থান করা - ৯ই যিলহজ্জের সূর্য হেলিয়া পড়ার পর হইতে ১০ই যিলহজ্জের সুবহে-সাদিক পর্যন্ত যে কোন সময় এক মূহুর্তের জন্য হইলেও আরাফাতের ময়দানে অবস্থান করা ।

(৩) তাওয়াফে যিয়ারত করা - ১০ই যিলহজ্জের ভোর হইতে ১২ই যিলহজ্জ পর্যন্ত যে কোন দিন মাথার চুল মুন্ডানো বা ছাঁটার পর কাবা তাওয়াফ করা ।

হজ্জের ওয়াজিব :

(১) মুযদালিফায় অবস্থান, (২) সাঈ - সাফা মারওয়ায় দৌড়ানো, (৩) রামি - শয়তান ঢিলানো,(৪) কোরবানী করা, (৫) মাথার চুল মুন্ডানো বা ছাঁটা, (৬) তাওয়াফে বিদা - বিদায়কালীন তাওয়াফ ।

তাল্‌বিয়াহ্ ঃ

لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ اِنَّ الْحَمْدَ وَ النِّعْمَتَ لَكَ وَ الْمُلْكَ لَا ثَرِيْكَ لَكَ

লাব্বায়েক আল্লাহুম্মা লাব্বায়েক, লাব্বায়েক লা'শারীকা লাকা লাব্বায়েক, ইন্নাল্ হাম্‌দা ওয়ান্নেমাতা লাকা ওয়াল মুল্‌ক্ লা-শারীকা লাক্ ।

অর্থঃ আমি উপস্থিত, ইয়া আল্লাহ্ ! আমি উপস্থিত । আমি উপস্থিত, তোমার কোন শরীক নাই, আমি উপস্থিত । নিশ্চয়ই সকল প্রশংসা ও নিয়ামত তোমার এবং রাজত্বও তোমারই । তোমার কোন শরীক নাই ।

যে সব স্থানে বিশেষভাবে দোয়া কবুল হইয়া থাকে :

মাতাফ (তোয়াফ করার জায়গায়), মুল্‌তাযাম (বায়তুল্লাহ্‌র দরজা ও হাজারে আস্‌ওয়াদ এর মধ্যবর্তী দেওয়াল), মীযাবে রহ্‌মত (বায়তুল্লাহ্‌র প্রণালীর নীচে), বায়তুল্লাহ্‌র অভ্যন্তরে, যমযম কূপের নিকটে, মাকামে ইবরাহীমের পিছনে, সাফার উপরে, মারওয়ার উপরে, সাঈ করার স্থানে, আরাফাতের ময়দানে, মুযদালিফায়, মিনায়, জামারাতের নিকটে, বায়তুল্লাহ্ শরীফের দিকে চোখ পড়ার সময়, হাতিমের ভিতরে, হাজারে আসওয়াদ এবং রুকনে ইয়ামানীর মাঝখানে ।

হজ্জ সম্পর্কীয় পরিভাষা :

ইহ্‌রাম - ইহার অর্থ হারাম করা । মিকাতে গিয়ে সেলাই বিহীন দুই টুকরা কাপড় পরিয়া হজ্জ বা ওমরাহ্‌র নিয়ত করার মাধ্যমে কিছু কাজ হারাম হয়ে যায় ইহাকেই ইহ্‌রাম বলে ।

এফ্‌রাদ - শুধু হজ্জ পালনের উদ্দেশ্যে ইহ্‌রাম বাঁধা এবং শুধু হজ্জের ক্রিয়াদি সম্পাদন করা ।

বায়তুল্লাহ্ - দুনিয়ার সর্বপ্রথম উপাসনালয় । ফেরেশ্‌তাগন হযরত আদম (আঃ) এর সৃষ্টির বহু পূর্বেই উহা নির্মাণ করিয়াছিলেন । হযরত আদম (আঃ) তাহা পূনর্নির্মাণ করেন । অতঃপর হযরত ইবরাহীম (আঃ) এবং তারপর কুরাইশরা পূনর্নির্মাণ করে । অতঃপর হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে যোবায়ের (রাঃ) এবং সব শেষে উমাইয়া খলীফা আব্দুল মালিক ইবনে মারওয়ান উহার পূনর্নির্মাণ করেন । এর পরও কিছু কিছু সংস্কারের কাজ করা হয়েছে ।

তামাত্তো - হজ্জের মওশুমে প্রথমে ওমরাহ্ পালন করিয়া পরে হজ্জের জন্য পূনরায় ইহ্‌রাম বাঁধিয়া হজ্জ সমাপন করা

তালবিয়াহ্ - লাব্বাইকা পুরা পাঠ করা ।

জামারত - মিনায় তিনটি স্থানে উঁচু স্তম্ভ নির্মিত রহিয়াছে । সেখানে কংকর নিক্ষেপ করা হয়, ইহাকে রামি বলা হয় । স্তম্ভ তিনটির নাম জামারাতুল্-উলা (পূর্ব দিকে প্রথমটি), জামারাতুল্-উস্‌তা ও জামারাতুল্-উখ্‌রা ।

জান্নাতুল মালা - মক্কার কবরস্থান ।

জাবালে রহ্মত - আরাফাতের একটি পাহাড় যেখানে বিদায় হজ্জে হুজুর (সাঃ) খুত্বা দেন ।

হাজারে আস্ওয়াদ - কালো পাথর । ইহা বেহেশ্তের একটি পাথর । উহা বায়তুল্লাহ্ শরীফের পূর্ব-দক্ষিণ কোণের এক পুরুষ সমান উচ্চতায় বায়তুল্লাহ্ শরীফের দেয়ালে স্থাপিত রহিয়াছে ।

হাতীম - বায়তুল্লাহ্ শরীফের উত্তর দিকে বায়তুল্লাহ্ শরীফ সংলগ্ন এক পুরুষ সমান উঁচু প্রাচীর বেষ্টিত কিছু জায়গা ।

হজ্জে মাবরুর - যে হজ্জের পর দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি জন্মে এবং আখেরাতের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হয়, তাহাই হজ্জে মাবরুর ।

দম্ - ইহ্রামের অবস্থায় কোন কোন নিষিদ্ধ কাজ সম্পাদন করার কারণে বক্রী, দুম্বা প্রভৃতি যবেহ্ করা ওয়াজিব হইয়া যায়, উহাকে দম্ বলা হয় ।

রামি - জামারাতে কংকর নিক্ষেপ করা ।

রুকনে ইয়ামানী - বায়তুল্লাহ্ শরীফের দক্ষিন-পশ্চিম কোণ ।

যম্যম্ - মস্জিদে হারামের ভিতরে বায়তুল্লাহ্র নিকটে একটি প্রসিদ্ধ ফোয়ারার নাম, যাহা আজকাল কূপের আকারে রহিয়াছে । এটি আল্লাহ্ তাআলা আপন কুদরতে তাঁহার প্রিয় নবী হযরত ইসমাঈল (আঃ) এবং তাঁহার জননী হযরত হাজেরা (আঃ) এর জন্য প্রবাহিত করিয়াছিলেন ।

সাঈ - সাফা ও মারওয়া নামক পাহাড়দ্বয়ের মধ্যবর্তী স্থানে বিশেষ পদ্ধতিতে সাতবার দৌড়ান ।

সাফা - বায়তুল্লাহ্র নিকটে দক্ষিন দিকে একটি ছোট্ট পাহাড়, যাহা হইতে সাঈ আরম্ভ করা হয় ।

তাওয়াফ - বিশেষ পদ্ধতিতে বায়তুল্লাহ্র চারিদিকে সাতবার প্রদক্ষিন করা ।

উমরাহ্ - মীকাত হইতে ইহ্রাম বাঁধিয়া বায়তুল্লাহ্র তাওয়াফ করা এবং সাফা মারওয়ায় সাঈ করা

আরাফাত - মক্কা শরীফ হইতে প্রায় ৯ মাইল পূর্বদিকে অবস্থিত একটি ময়দান, যেখানে হাজী সাহেবরা ৯ই যিলহজ্জ তারিখে অবস্থান করিয়া থাকেন ।

ক্বেরান - হজ্জ এবং উমরাহ্ উভয়ের জন্য এক সাথে ইহ্রাম বাঁধিয়া প্রথমে উমরাহ্ এবং পরে হজ্জ সমাপন করা ।

মাতাফ - বায়তুল্লাহ্ শরীফের চতুর্দিকস্থ তাওয়াফ সমাপন করার স্থান, যেখানে মর্মর পাথর আছে ।

মাকামে ইবরাহীম - একটি বেহেশ্তী পাথরের নাম । হযরত ইবরাহীম (আঃ) ইহার উপরে দাঁড়াইয়া কাবা গৃহ নির্মান করিয়াছিলেন । ইহা মাতাফের পূর্ব প্রান্তে মিম্বর এবং যম্যম্ এর মধ্যবর্তী স্থানে একটি জালিবিশিষ্ট গম্বুজের মধ্যে রক্ষিত রহিয়াছে ।

মিনা - মক্কা মুয়ায্যামা হইতে তিন মাইল পূর্বদিকে অবস্থিত একটি গ্রামের নাম । সেখানে কংকর নিক্ষেপ ও কোরবানী করা হয় ।

মস্জিদে নামিরাহ্ - আরাফাত ময়দানের কিনারায় অবস্থিত একটি মসজিদ ।

মুযদালিফাহ্ - মিনা এবং আরাফাতের মাঝামাঝি স্থানে অবস্থিত একটি ময়দান, ইহা মিনা হইতে তিন মাইল পূর্বদিকে অবস্থিত ।

মারওয়াহ্ - বায়তুল্লাহ্ শরীফের পূর্ব-উত্তর কোণের নিকটে ছোট্ট একটি পাহাড়, যেখানে পৌঁছিয়া সাঈ সমাপ্ত হয় ।

ইয়ালাম্লাম্ - মক্কা হইতে দক্ষিণ দিকে দুই মনজিল দূরে অবস্থিত একটি পাহাড়ের নাম । ইহা পাক-ভারত-বাংলা উপমহাদেশ সহ দূরপ্রাচ্য হইতে আগত লোকদের মিকাত ।

- কুরবানী -

সর্বপ্রথম কুরবানী ঃ

হযরত আদম (আঃ) এর দু'পূত্র হাবিল ও কাবিল সর্বপ্রথম কুরবানী করেন । কুর'আনে এর বর্ণনা হলো -

- এবং তাদেরকে আদমের দু'পুত্রের কাহিনী ঠিকমত শুনিয়ে দাও । যখন তারা দু'জনে কুরবানী করলো, একজনের কুরবানী কবুল হলো, অপর জনের হলো না । ২৭, সূরা মায়েদাহ ।

- এবং আমি প্রত্যেক উম্মতের জন্য কুরবানীর এক রীতি-পদ্ধতি নির্ধারণ করে দিয়েছি, যেন তারা ওসব পশুর উপর আল্লাহ্‌র নাম নিতে পারে যেসব আল্লাহ্‌ তাদেরকে দান করেছেন । ৩৪, সূরা হজ্জ ।

বর্তমান কুরবানীর প্রচলন ঃ

হযরত ইবরাহীম (আঃ) কতৃক আল্লাহ্‌র নির্দেশে নিজ পুত্র সন্তান হযরত ইসমাইল (আঃ) কে কুরবানী করায় আল্লাহ্‌ সন্তুষ্ট হয়ে জন্তু কুরবানীর নির্দেশকে কিয়ামত পর্যন্ত সমস্ত (সামর্থবান) উম্মতের জন্য ওয়াজিব করে দিয়েছেন । সূরা সাফ্‌ফাতের আয়াত ১০২-১১১ দ্রষ্টব্য ।

''অতঃপর সে যখন পিতার সাথে চলাফেরা করার বয়সে উপনীত হল, তখন ইবরাহীম তাকে বললঃ বৎস । আমি স্বপ্নে দেখি যে, তোমাকে যবেহ্‌ করছি; এখন তোমার অভিমত কি দেখ । সে বললঃ পিতাঃ ! আপনাকে যা আদেশ করা হয়েছে, তাই করুন । আল্লাহ্‌ চাহে তো আপনি আমাকে সবরকারী পাবেন ।'' ১০২-সূরা সাফ্‌ফাত ।

কুরবানীর ফযীলত ঃ

''যিলহজ্জ মাসের ১০ তারিখ কুরবানীর রক্ত প্রবাহিত করার চেয়ে ভাল কাজ আল্লাহ্‌র কাছে আর কিছু নাই । কুরবানীর রক্ত মাটিতে পড়ার আগেই তা কবুল হয়ে যায় ।'' -তিরমিযি, ইবনে মাজাহ্‌ ।

হুজুর (সাঃ) বলিয়াছেন, ''কুরবানীর পশুর প্রত্যেকটি পশমের জন্য একটি করিয়া সওয়াব পাওয়া যাইবে ।'' - তিরমিযি, ইবনে মাজাহ্‌ ।

''ওসব পশুর রক্ত-মাংস আল্লাহ্‌র কাছে কিছুই পৌঁছে না - বরঞ্চ তোমাদের পক্ষ থেকে তোমাদের তাক্‌ওয়া তাঁর কাছে পৌঁছে ।'' ৩৭-সূরা হজ্জ ।

তক্‌বীরে তশরীক্ব ঃ

اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَ لِلّٰهِ الْحَمْدُ

আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার - লাইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আল্লাহু আকবার - আল্লাহু আকবার ওয়া লিল্লাহিল হাম্‌দ্‌

৯ই যিলহজ্জ (হজ্জের দিন) ফজর হইতে ১৩ই যিলহজ্জ আসর পর্যন্ত মোট ২৩ ওয়াক্ত ফরজ নামাযের পর একবার করিয়া 'তকবীরে তশ্‌রীক্ব' পড়িতে হইবে ।

কুরবানীর হুকুম ও মাসায়েল ঃ

- যার ওপর সদকায়ে ফিতর ওয়াজেব তার ওপর কুরবানী ওয়াজেব ।
- মানত এর কুরবানী ওয়াজেব । এর সমস্ত গোশত গরীব ও অভাবগ্রস্তদের মধ্যে বন্টন করে দিতে হবে, নিজেরা খাওয়া যাবে না ।

- যিলহজ্জ মাসে চাঁদ ওঠার পর থেকে কুরবানী পর্যন্ত চুল ও নখ না কাটা উত্তম । - মুসলিম ।
- যিলহজ্জের ১০ তারিখ থেকে ১২ তারিখ সূর্যাস্তের পূর্ব পর্যন্ত কুরবানী করা যায়, তবে ঈদুল আযহার দিন কুরবানী করা উত্তম ।

- কুরবানীর পশু নিজ হাতে যবাহ্ করা উত্তম। সম্ভব না হলে যবাহ্র সামনে থাকা উচিত।
- হুজুর (সাঃ) কুরবানীর দিন সকালে কিছু না খেয়ে একবারে কুরবানীর গোশত খেতেন।
- গরু, মহিষ ও উটের মধ্যে ৭ জন অংশীদার হতে পারবে, এতে প্রত্যেকের নিয়ত কুরবানী অথবা আকীকা হতে হবে।
- অংশীদারদের অনুমতি কুরবানীর পূর্বেই নিতে হবে। অংশীদারদের গোশত অনুমানে ভাগ করা যাবে না, ওজন করে ভাগ করতে হবে।
- কুরবানীর চামড়া খয়রাত করিয়া দিতে হইবে। অন্য কোন নেক কাজে ব্যবহার করা যাবেনা। তবে নিজে ব্যবহার করা যায়।
- নিম্নপক্ষে কুরবানীর দুম্বা, ছাগল, ভেড়া ১ বছর, গরু, মহিষ ২ বছর ও উট ৫ বছর বয়স এর হতে হবে।
- মোটাতাজা, সুন্দর ও নিখুত পশু কুরবানী করা ভালো।

আজকের আমল ঃ নিজ পরিবারের জন্য দোয়া ঃ

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيّٰتِنَا قُرَّتَ اَعْيُنٍ وَّ اجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ اِمَا مًا

রাব্বানা হাব্লানা মিন্ আয্ওয়া জিনা ওয়া যুর্রিইয়াতিনা কুর্রাতা আ'উনিউ ওয়াজ আল্না লিল্ মুত্তাকিনা ইমামা। ৭৪-সূরা আল-ফুর্কান।

অর্থঃ হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদের স্ত্রীদের পক্ষ থেকে এবং আমাদের সন্তানদের পক্ষ থেকে আমাদের জন্য চোখের শীতলতা দান কর এবং আমাদেরকে মুত্তাকীদের জন্য আদর্শস্বরূপ কর।

নামায ও মাসআলা ঃ নামাযের ওয়াজিব সমূহ ঃ

সূরা ফাতেহা পড়া - ফাতেহার পরে সূরা পাঠ করা - রুকু-সেজদা ইত্যাদির ক্রম ঠিক রাখা - দুই সেজদার মাঝে সোজা হইয়া বসা - ধীরস্থির ভাবে নামায পড়া - রুকুর পর সোজা হইয়া দাঁড়ান - তাশাহ্হুদ পাঠ করা - জেহ্রী নামাযে উচ্চ স্বরে ক্বেরাত পড়া - দোয়া কুনূত পড়া - সেজদার আয়াতে সেজদা করা - আস্সালামু আলাইকুম ওয়া রাহ্মাতুল্লাহ্ বলে নামায শেষ করা।